হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 3, Issue No. 6, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, December 2013

"হিন্দু নারীহরণ ব্যাপারে সংবাদপত্র ওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃ পুনঃ এতবড় অপরাধ করিতেছে তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার তো মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল।"

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা)

দুষ্কৃতির আক্রমণ

প্রতিবাদ, প্রতিরোধে উত্তাল কুমড়াখালি

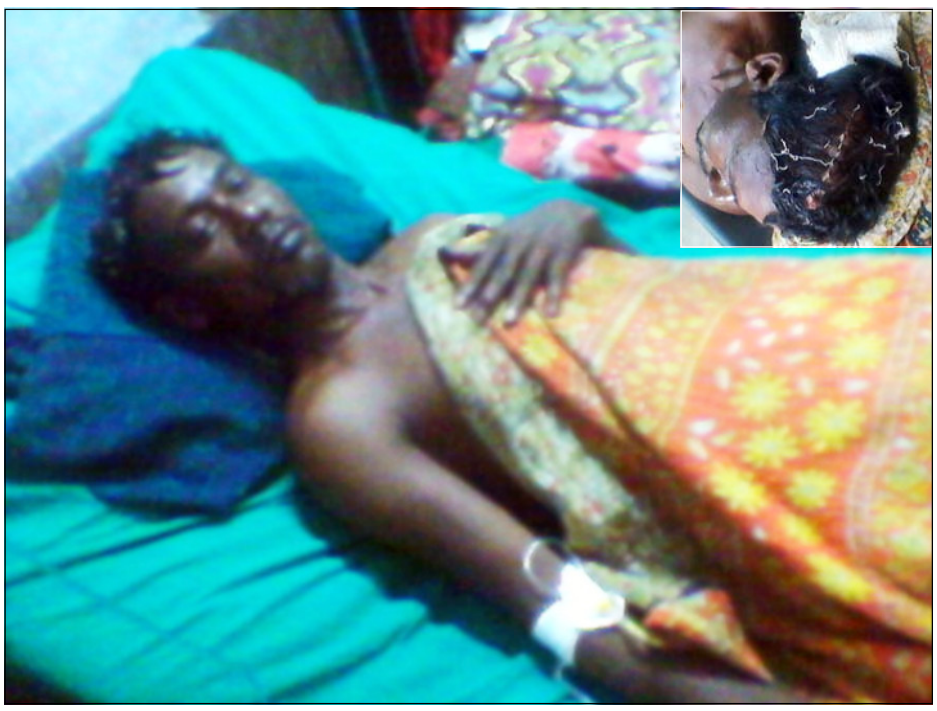

দুষ্কৃতির আক্রমণে আহত কুমড়াখালির খগেন দলুই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

গত ১৬ই অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগণার ৯নং কুমড়াখালি গ্রামে কিছু মুসলিম দুষ্কৃতি দলুইপাড়া আক্রমণ করে। বিনা প্ররোচনায় তাদের এই আক্রমণ জাতি বিদ্বেষেরই নামান্তর। কি ঘটেছিল সেইদিন? প্রত্যক্ষদর্শী এবং দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত অঞ্জলি দলুই জানান, ১৬ তারিখ (বুধবার) বিকাল ৫টা নাগাদ সে যখন ঘরের কাজে ব্যস্ত তখন হঠাৎ কাছেই প্রচুর লোকের চিৎকার শুনতে পান। তারা আল্লাহ আকবর, নারায়ে তকদির প্রভৃতি ধ্বনি দিতে দিতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। তখনও আকাশে সূর্যের আলো ছিল। কাছেই বোমা ফাটার শব্দ পেয়ে অঞ্জলি দেবী ও তার স্বামী খগেন দলুই ছুটে বাইরে বেরিয়ে দেখতে যায়, ঘটনাটা কি হচ্ছে। তারা দেখে যে কাছেদ মোল্লা (পিতা মৃত ছব্বত মোল্লা), ছপেরালী মোল্লা (পিতা পাচু মোল্লা), বাবলু মোল্লা (পিতা কাছেম আলি মোল্লা), হাসা মোল্লা (রুস্তম মোল্লা), নবীরালী মোল্লা (পিতা কালো মোল্লা), সাবুরালী মোল্লা (পিতা মৃত আয়েব আলি মোল্লা), রমজান আলি মোল্লা (পিতা মৃত আয়েব আলি মোল্লা), শাহাজান মোল্লা (পিতা মৃত আয়েব আলি মোল্লা) সহ আরও অনেক মুসলমান তাদের দিকে আগ্নেয়াস্ত্র, রড, তলোয়ার, বোমা সহ ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক কুরুচিকর মন্তব্য ও বিশ্রি গালাগাল করতে করতে ছুটে আসে। তাদের মধ্যে একজন কাছে থেকে খগেন দলুইকে গুলি করে। গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে খগেনবাবু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অঞ্জলি দেবী তার স্বামীর গুলি লেগেছে দেখে ছেলেকে নিয়ে দুষ্কৃতিদের হাত থেকে তাকে কোনমতে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে। খগেনবাবুর শরীর থেকে রক্ত বেরোতে থাকে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছেলের বন্ধু সৌমেন মন্ডলকে ফোন করে তার বাইকটি নিয়ে আসতে বলে। ৭নং কুমড়াখালির বাসিন্দা সৌমেন ঐ সময় বিজয়া করতে ৯নং কুমড়াখালিতে এসেছিল। সে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে এবং খগেন দলুইকে নিজের বাইকে বসিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের দিকে যায়। পথমধ্যে ৭নং কুমড়াখালির পুকুরপাড়ে

শেষাংশ ২ পাতায়

ইভ্‌টিজারদের বেধড়ক পেটাল স্থানীয় বাসিন্দারা

সম্প্রতি হালিশহরের প্রসাদনগরের অন্তর্গত প্রসাদনগর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উত্যক্ত করার অভিযোগে ইভ্‌টিজারদের বেধড়ক মারা হয়। এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকায় প্রশাসন থেকে নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বেশ কিছুদিন ধরেই ঐ স্কুলের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিন্ন সম্প্রদায়ের কিছু যুবক স্কুলে যাতায়াতের পথে হিন্দু মেয়েদের বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করতো। বিশেষ করে স্কুল ফেরত ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল মন্তব্য, টোন-টিটকারি তারা করতো। প্রশাসন ও লোকাল থানায় বারবার জানিয়েও কোন ফল হয়নি। ফলে এলাকার হিন্দুদের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। কয়েকদিন আগে স্কুল থেকে ছাত্রীরা যখন ফিরছিল তখন ঐসব ছেলেরা তাদের উদ্দেশ্যে নোংরা মন্তব্য করলে এলাকার হিন্দুরা সমবেতভাবে তাদের বেধড়ক মারধোর করে। ছেলেগুলো নিজের এলাকায় ফিরে গিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের অন্তত জনা পঞ্চাশেক ছেলে লাঠি, রড, চেন, হকির স্টিক প্রভৃতি নিয়ে ফিরে আসে। এটা যে হতে পারে তা পূর্ব থেকে আঁচ করে হিন্দুরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। এবারও দুষ্কৃতিদের ব্যাপক মারধোর করা হয়। তাদের লাঠি, রড, চেন কেড়ে নেওয়া হয়। মার খেয়ে তারা পালিয়ে যায়। বর্তমানে তাদের আর প্রসাদনগর বালিকা বিদ্যালয়ের আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না।

কলকাতার রাজাবাজারে দুর্গাপূজায় দুষ্কৃতির তাণ্ডব

গত ১১ই অক্টোবর, সপ্তমীর দিন মিলন সংঘের (নারকেলডাঙা, কলকাতা) ৪৪ বছরের পূজা মণ্ডপে কিছু মুসলিম দুপুর সাড়ে ১১টা নাগাদ গিয়ে বলতে থাকে যে নামাজের সময় হয়েছে, তাই পূজার মাইক বন্ধ রাখতে হবে। পূজামণ্ডপের সামনে মুসলিমদের জমায়েত দেখে মিলন সংঘের মাইকটি ট্রাফিক সার্জেন্ট বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ক্লাবের ছেলেরা বক্স-এর মাধ্যমে মাঙ্গলিক গান বাজাতে থাকে। তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে গালিগালাজ করতে করতে মুসলিমরা মসজিদে নামাজে চলে যায়। নামাজ শেষ করে এসে মিলন সংঘের পূজামণ্ডপটি কয়েক'শ মুসলিম ঘিরে ধরে। প্রতিমাকে লক্ষ্য করে পাথরও ছোঁড়া হয়, তা পুরোহিতের মাথায় লাগে। কলাগাছ ও পূজার মাঙ্গলিক ঘট লাথি মেরে ভেঙে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে মুসলিমদের হটিয়ে দেয়। সেইদিন (সপ্তমী) থেকে দশমী পর্যন্ত মিলন সংঘের পূজামণ্ডপে পুলিশ মোতায়েন থাকে। দশমীর দিন সকালে একটি বাইকে করে দুটি ছেলে থলে ভর্তি গোরুর হাড় নিয়ে এসে মণ্ডপের সামনে ফেলে দিয়ে যায়। এই ঘটনায় এলাকার হিন্দুরা উত্তেজিত হলে তাদের ঠাণ্ডা করতে বিশাল পুলিশ বাহিনী নামানো হয়। হাড়গুলোকে নারকেলডাঙার পুলিশ থানায় নিয়ে যায়।

অষ্টমীর দিন নারকেলডাঙা থানার অন্তর্গত ৭/৪ চামরুশি লেনে অষ্টমীর আরতি চলছিল। হঠাৎ একদল মুসলিম গিয়ে ঢাক-ঢোল বাজানো ও আরতি বন্ধ করতে বলে। কারণ জানতে চাইলে মুসলিমরা বলে এখন তাদের নামাজ হবে। ঢাকের শব্দে তাদের নামাজের অসুবিধা হবে। তাই এখন ঢাক-ঢোল বাজানো চলবে না। এই নিয়ে উভয়পক্ষের বচসা শুরু হয়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গেলে মুসলিমরা পালিয়ে যায়।

জয়নগরে হিন্দু সংহতির কর্মী সম্মেলন

জয়নগরে হিন্দু সংহতির কর্মী সম্মেলনে বক্তব্যরত সংহতি সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ

গত ১৭ই নভেম্বর, রবিবার হিন্দু সংহতির জয়নগর শাখার উদ্যোগে শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে (টাউন হল) এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। দক্ষিণ ২৪ পরগণার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ও সংহতির কর্মীদের আশু কর্তব্য কি তাই ছিল সভার অলোচনার বিষয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ। সভার সূচনার দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে শিশু শিল্পীর নৃত্য ছিল দেখবার মতো। সহসভাপতি শ্রী বিকর্ণ নস্কর তার ভাষণে নলিয়াখালির রহুল কুদ্দুস ঘটনার পর জালাবেড়িয়ার হিন্দুদের উপর দুষ্কৃতি আক্রমণ ও তার প্রতিবাদে হিন্দুদের উপর পুলিশি নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন। রাজনৈতিক নেতাদের চাপে হিন্দুদের উপর পুলিশের অমানবিক আচরণের কথাও তিনি বলেন। কাকদ্বীপের সংহতির কর্মী সৌরভ শাসমলের (বর্তমানে জেলে আছে) মা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, তার ছেলে সমাজরক্ষার লড়াই করতে গিয়ে জেলে গিয়েছে। এরজন্য তিনি গর্বিত। তিনি ক্ষুদিরামের মাসির প্রসঙ্গ তুলে বলেন, তিনি যেমন তার ক্ষুদিকে দেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন, তিনিও তার সৌরভকে দেশরক্ষা, সমাজরক্ষার কাজে উৎসর্গ করলেন। তার এই কথা সংহতি কর্মীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি করে। তপন ঘোষ মহাশয় তার মূল্যবান বক্তব্যে বলেন, 'বর্তমানে সমাজের যা পরিস্থিতি তাতে প্রতিদিন হিন্দু সমাজ রাজনৈতিক দলগুলোর শিকার হচ্ছে। মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের কাছে তারা নতিস্বীকার করেছে। এই অবস্থায় হিন্দু সমাজকে রক্ষা করতে গেলে সমস্ত যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে, বলিদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই বলিদান দেওয়ার জন্য অন্তত আমি প্রস্তুত আছি।' সভায় উপস্থিত সংহতি কর্মীদের তিনি এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানান।

এছাড়াও সভাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর শাখার রাজকুমার সরদার, যুধিষ্ঠির মণ্ডল, কৃপাচার্য হালদার ও আরো অনেকে।

আমাদের কথা

আমরা কি শুধু চুপ করেই থাকবো ?

ভোটের দামামা বেজে উঠেছে। এবার লোকসভার ভোট, ভারত সরকার নির্বাচন। আগামী দিনের কেন্দ্রে মন্ত্রীসভা গড়বে কারা? বর্তমান ইউ.পি.এ. না বি.জে.পি পরিচালিত এন.ডি.এ.। নাকি তৃতীয় ফ্রন্ট। কিন্তু যারাই সরকার গঠন করুক না কেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। ভোটের দামামা বাজতে না বাজতেই তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের প্রত্যাশী সমস্ত রাজনৈতিক দল। তাই তাদের দোরে যে সকলে মাথা কুটতে আসবে তা সমস্ত ইসলামিক সংগঠনগুলিই জানে। তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা ২০ দফা দাবি (২৯ নভেম্বর, শুক্রবার, কলম পত্রিকায় প্রকাশিত) সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে রেখেছে। সাচার কমিটির রিপোর্ট থেকে সংরক্ষণ, মাদ্রাসাকে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমমর্যাদা থেকে সন্ত্রাসবাদ—কি নেই তাতে। এমন কি সমস্ত সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে এই শর্তেই ভোট দিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

কিন্তু কেন এই নির্বাচনী ঘোষণা। দিনের আলোর মতো স্পষ্ট ব্যাপারটা। বেশ কয়েকটি রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির চিত্রটা দেখলে বোঝা যায় যে এককভাবে কোন দলই কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারবে না—কংগ্রেস বা বি.জে.পি. কেউ না। কোয়ালিশন সরকার করতে হলে আঞ্চলিক দলগুলোর সাহায্য নিতে হবে। তাই কেন্দ্রে সরকার গড়তে হলে মুসলিম বিরোধী থেকে দূরে থাকতে হবে। বরং সংখ্যালঘু তোষণ করাটাই শ্রেয়। এই সত্যটাই সংখ্যালঘু প্রতিনিধিরা বুঝতে পেরে গেছে। তাই কুড়ি দফা নির্বাচনী দাবি তারা আগেভাগেই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে করে রেখেছে। টোপ ফেলেছি আর মাছে তা গিলবে না, তাই কি হয়? যেখানে জলে মাছ কিলবিল করছে।

এই ২০ দফা দাবি অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও হিন্দু ভোটারদের এক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর তা হল হিন্দু ভোট কী মূল্যহীন? অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটকে (মাত্র ২-৫ শতাংশ ভোটার) রাজনৈতিক দলগুলো তোয়াক্কাই করে না। কিন্তু দেশের এখনও তো সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার হিন্দুরাই। তাদের কোন দাবি-দাওয়া নেই কেন? কেনই বা হিন্দু ভোট রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গুরুত্ব হারাচ্ছে। তার কারণ হল হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক নেই। হিন্দু ভোট ভাগ হয়ে যাবে। কংগ্রেস, তৃণমূল, বি.জে.পি., সি.পি.এম. সকলের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। তাই সরকার গড়ার ভাগ্য নির্ধারণে দরকার পড়বে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক। শুধু এই ভোটব্যাঙ্কের চেক্ ভাঙাতে তাদের কিছু দাবি দাওয়া মেনে নিতে হবে। অন্যায় হলেও তা মেনে নিতে হবে। বিনিময়ে মিলবে দিল্লীর তখত্, পাঁচ বছরের অবাধ দুর্নীতির স্বাধীনতা। তাই দেশের সর্বনাশ জেনেও সবাই নিশ্চুপে সংখ্যালঘুদের ২০ দফা শর্ত মেনে নেবে।

এর বিরুদ্ধে সমবেতভাবে হিন্দু জাগরণ দরকার। ভোটসর্বস্ব রাজনীতিতে হিন্দু ভোটও মূল্যবান হওয়া দরকার। নাহলে ভারতকে এক রাখাই কঠিন হবে। মুসলিমদের দাবি বাড়তে বাড়তে জমির দাবিও তারা করবে, যেমন করেছিল ১৯৪৭ সালের আগে।

১ম পাতার শেষাংশ

প্রতিবাদ, প্রতিরোধে উত্তাল কুমড়াখালি

পিস্তল, লাঠি, লোহার রড, তলোয়ার নিয়ে মুসলিম দুষ্কৃতিরা তাদের পথ আটকায়। মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে তাদেরকে বাইক থেকে নামায় এবং অকথ্য ভাষায় ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক গালাগাল দিতে থাকে। তারা বলতে থাকে— 'কাফেরের বাচ্চা তোদের

এবার দেশছাড়া করবো।' এরপর লোহার রড ও লাঠি দিয়ে দুজনকেই মারতে থাকে। ইউনুচ মোল্লা নামে এক ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দিয়ে খগেন দলুই-এর মাথায় কোপ মারে। লোহার রড দিয়ে হাতে-পায়ে মারতে থাকে। সৌমেনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারতে গেলে সে কোনমতে দুষ্কৃতিদের হাত এড়িয়ে পালিয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতপ্রায় খগেন দলুইকে দুষ্কৃতিদের হাত থেকে উদ্ধার করে। পরে খগেন ও সৌমেন দুজনকেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খগেন দলুই-এর অবস্থার অবনতি হলে তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

হিন্দুপাড়ায় এই খবর ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত হিন্দুরা এর প্রতিবাদ করে। দুষ্কৃতিরাও তেড়ে এলে একটা সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে দ্রুত পুলিশ আসে। তাদের প্রচেষ্টায় সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হলে হিন্দুরা তাদের ক্ষোভ পুলিশকে দেখাতে থাকে। পুলিশ চোদ্দজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে ১৩ জন ২৮ দিন জেল হেফাজতে থাকার পর জামিন পায় কিন্তু ওই ১৪ জনের মধ্যে বিভাষ মণ্ডল এখনও জেলে আছে।

১৫ই নভেম্বর হিন্দু সংহতির এক প্রতিনিধি দল কুমড়াখালি পরিদর্শনে যায়। কিন্তু গ্রামে ঢোকার পথে পুলিশের পক্ষ থেকে আটকে দেওয়া হয়। এলাকার শান্তি বিঘ্নিত হবে এই ছিল পুলিশের অজুহাত। এই নিয়ে সংহতি কর্মীদের সঙ্গে বচসাও হয়। অথচ তার পূর্বেই মিল্লি, ইত্তেহাদ কাউন্সিল সহ বেশ কয়েকটি মুসলিম প্রতিনিধি দল এলাকা পরিদর্শন করে যায়। কিন্তু হিন্দু সংহতির প্রতিনিধিদের এলাকা পরিদর্শন করতে না দেওয়া প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দূরাভিসন্ধি মাত্র। স্থানীয় মানুষ ভোটের লোভে শাসকদলের মুসলিম তোষণ বলেই মনে করছে

বসিরহাটে বন্ধ কালী মায়ের পূজা

মুসলিমদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে কালীপূজা বন্ধ রাখতে হল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শশিনা হাটখোলাতে। এমনটাই বক্তব্য এলাকার সন্ত্রস্ত হিন্দুদের। বসিরহাট-১ নং ব্লকের অন্তর্গত গোটরা পঞ্চায়েতের অধীন গোকনা, শশিনা, তেঘড়িয়া ও বড় জিরাকপুর এই গ্রামগুলিতে প্রায় ৫০০ হিন্দু পরিবার বসবাস করে, আর মুসলিম পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৪০০। এই চারটি এলাকার বড় বাজার বলতে শশিনা হাটখোলা। কিন্তু শশিনা হাটখোলা সংলগ্ন এলাকায় হিন্দুর সংখ্যা খুবই কম। এমনকি এই বাজারে প্রায় ৫০টা দোকানের মধ্যে হিন্দুদের দোকান মাত্র ৬টি আর বাকিটা মুসলিমদের।

এই বাজারে একটি কালী মায়ের থানে প্রায় ৫০ বছর পূজা হয়ে আসছে। ১০ বছর হয়েছে ওই থানকে কেন্দ্র করে একটি মন্দির করা হয়েছে যেখানে নিত্য কালী ও গ্রহরাজের পূজা হয়। কালীপূজার সময় খুব ধুমধাম সহকারে মায়ের পূজা ও ভোগ বিতরণ হয়। এই বছর ঠিক সেরকমই প্রস্তুতি চলছিল। পূজার এক সপ্তাহ আগে মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্যাণ্ডেলের জন্য খুঁটি পোঁতা হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় বাজারের কিছু মুসলিম ব্যবসায়ী এসে খুঁটি পোঁতার কাজ বন্ধ করে দেয় এবং বলে এখানে কোনও প্যান্ডেল ও পূজা করা হবে না। তখন পূজা কমিটির পক্ষে হিন্দুরা প্রশ্ন করে এতদিন পূজা হয়ে আসছে কেন হঠাৎ করে পূজা বন্ধ করতে হবে? উত্তরে মুসলিমরা বলে,— 'ঢাক-ঢোল বাজবে এরজন্য আমাদের নামাজে অসুবিধা হয়।' তখনের মত প্যাণ্ডেলের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মুসলিমরা হিন্দুদের সাথে পূজার ব্যাপারে পরে আলোচনার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু এই ব্যাপারে পরে কোনও আলোচনা হয় না। তবুও প্যাণ্ডেলের কাজ পূজার তিনদিন আগেও স্থগিত থাকে। এমত পরিস্থিতিতে পূজা কমিটির এক যুবক নিজের চেষ্টায় পূজার ঠিক তিনদিন আগে মন্দিরের কাছে প্যাণ্ডেলের কাজ শুরু করার তোড়জোড় করে। পুনরায় এই কাজকে বাধা দেওয়ার জন্য মুসলিমরা তাকে আটকাতে উদ্যত হয়। এমনকি তাকে গালিগালাজ করে তার উপর চড়াও হলে পূজা কমিটির হিন্দুদের সাথে মুসলিমদের বচসা শুরু হয়। তখন গোটরা পঞ্চায়েত প্রধান রুনা লায়লা (সদ্য কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে) উপস্থিত হন। এলাকার হিন্দুরা রুনা লায়লার কাছে জানতে চায় কেন তারা পূজার জন্য প্যাণ্ডেল করতে পারবে না? উত্তরে উনি বলেন— 'ঢাক-ঢোল-মাইক বাজলে নামাজ পড়তে অসুবিধা হবে। গোটা এলাকার মুসলিমরা একথা বলছে।' তিনি আরও বলেন— 'সবাই যখন বলছে আপনারা এবার মন্দিরের ভিতরে পূজা করুন। বাইরে প্যাণ্ডেলের কোন দরকার নেই।' হিন্দুদের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। হিন্দুরা এই এলাকায় অত্যন্ত সংখ্যালঘু সেই কারণে অগত্যা পূজা বন্ধ রাখা ছাড়া তাদের কোনও উপায় ছিল না।

এখন এলাকায় হিন্দুরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছে। এমন কি 'স্বদেশ সংহতি সংবাদ'-এর প্রতিনিধিরা এলাকার হিন্দুদের কাছে কালীপূজা বন্ধের ব্যাপারটা জানতে চাইলে কেউ প্রথমে মুখ খুলতে চায় নি। পরে অবশ্য দু-এক জন সাহস করে ব্যাপারটা বলেন। এই বিষয়ে এলাকার এক অংশের হিন্দুরা মনে করছে এরকম চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এলাকা হিন্দু শূন্য হয়ে যাবে এবং শশিনা বৃহত্তর বাংলাদেশের একটি অংশ হয়ে উঠবে।

তারাপীঠে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় আক্রমণ

হিন্দু ধর্মের তীর্থস্থান তথা পুণ্যভূমি কেন্দ্রিক স্থানগুলিতেও থাকছে না হিন্দুর নিয়ন্ত্রণ। এমনই নজির দেখা গেল সতীর একান্ন পীঠের এক পীঠ তারাপীঠে।

বীরভূম জেলার মাড় গ্রাম থানার অন্তর্গত সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন তারাপীঠের নিকট চণ্ডীপুরে প্রতি বছর কার্তিক পূজার আয়োজন করা হয়। তার সাথে সাথে নবান্ন উৎসবও পালিত হয়। এবছরও সেরকমই হয়েছিল। গত ২৬ নভেম্বরে পূজার বিসর্জনের শোভাযাত্রা বার হয়। শোভাযাত্রা যখন সবজি বাজার পার করছিৎ তখন পাশে ফুলিডাঙ্গা গ্রামের ফকির পাড়ার কিছু মুসলিম যুবক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সবজি বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় লেট পাড়ার কিছু হিন্দু যুবক এর প্রতিবাদ করায়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ওই মুসলিম যুবকরা তাদেরকে মারধোর করে এবং হুমকি দিয়ে চলে যায়।

পরদিন সকাল ১০টা নাগাদ স্থানীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা পরিষদের সদস্য মান্নান শা-এর নেতৃত্বে কিছু যুবক আলোচনা ও মিমাংসা করতে আসে। হিন্দুরাও আলোচনার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে মান্নান শা-র সহযোগীরা অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করে ও বাজারের কিছু দোকান ভাঙচুর করে।

বিষ্ণুপুরে পুজোর যাত্রায় দুষ্কৃতির হামলা, ধৃত ১

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত দমদমা হাইস্কুল মাঠে ১৫ অক্টোবর, একাদশীর দিন বিভিন্ন সাংস্কৃতির অনুষ্ঠানের সঙ্গে যাত্রা হচ্ছিল। রাত ১১-৩০ মিনিট নাগাদ একজন দুষ্কৃতি তাজ মিদ্দে (গুগা), পিতা জানে আলম মিদ্দে, মোটরসাইকেলে দর্শকের আশপাশে ঘুরছিল। সে হিন্দু মেয়েদের দেখে টোন-টিটকিরি করছিল এবং এমনভাবে বাইক নিয়ে ঘুরছিল যেন মেয়েদের প্রায় গায়ের উপর উঠে পড়ছিল। ক্লাবের ছেলেরা এইসব দেখে বাইক দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাজ একটি ছেলের বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে ধরে। ক্ষিপ্ত ক্লাবের ছেলেরা তাকে ধরে ফেলে বেধড়ক পেটায় এবং তার বাইকটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর তারা তাজকে পিস্তল সহ পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। কেস্ নং-৬৮৬, ধারা ২৫/২৭। বর্তমানে তাজ মিদ্দে জেলে আছে।

স্থানীয় মানুষের বক্তব্য যে এটাই প্রথম আক্রমণ নয়। এর আগে বহুবার কোনো না কোনো অছিলায় হিন্দু মন্দির বা পূজার স্থানে দুষ্কৃতি আক্রমণ ঘটেছে। এই ঘটনাগুলি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত, কারণ এলাকার গণ চরিত্র পরিবর্তনে রাজনৈতিক মদতে অশুভ শক্তি সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে।

জাতি ও বর্ণভেদ আর কতদিন ?

তপন কুমার ঘোষ

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে জন্মভিত্তিক জাতি ব্যবস্থা বা বর্ণব্যবস্থা আমি মানি না। কিন্তু আমি না মানলে কী হবে, অনেকেই যে মানে। সেজন্যই তো এত সমস্য। যারা মানে, তারা অনেকেই না বুঝে মানে। তাই এবিষয়ে একটু আমার চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে চাই।

অনেকেই জাত ও বর্ণ গুলিয়ে ফেলে বা এক করে দেখে। কিন্তু এদুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্ণ আছে (ছিল) মাত্র চারটি, জাত শত শত। এছাড়া, জাত হয় একটি নির্দিষ্ট কর্মভিত্তিক। যেমন কামার, কুমোর, ছুতার, চামার, জেলে, তাঁতী, তেলি, তিলি, গোয়ালা, সোনার (স্বর্ণকার), প্রভৃতি। এরকম অসংখ্য জাতি আছে। তার মধ্যে এই ক'টিকে বেছে নিলাম কেন? কারণ এগুলির নাম দিয়েই তাদের কর্ম বা বৃত্তি বোঝা যাচ্ছে। তাহলে বাকী জাতিগুলিও কর্ম বা বৃত্তি ভিত্তিকই হবে। তারা অনেকদিন ধরে অন্য বহুরকম কাজে বা বৃত্তিতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে বলে আজ হয়ত সেইসব জাতির নাম শুনে তাদের কর্ম বা বৃত্তি বোঝা যায় না। কিন্তু শুরুতে সেইরকমই ছিল। দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ মাহিষ্য ও কায়স্থ। এই জাতির লোকেরা এখন দুনিয়ার সব কিছুই করে। কিন্তু আদিতে মাহিষ্যদের কর্ম ছিল কৃষিকাজ, ও কায়স্থদের কর্ম ছিল করণিক বা কেরাণীর কাজ। এই জাতিগুলির মধ্যে বড় ছোটর কোন ক্রম আমাদের শাস্ত্রে কোথাও নেই। তাই এ নিয়ে তেমন সমস্যাও নেই। কামার বড় না কুমোর বড়—কে বলবে? যদি বা বলে, কী ভিত্তিতে বলবে? কোন ভিত্তি নেই। কুমোর বড় না ছুতার বড়? ছুতার বড় না লোহার (কর্মকার) বড়? তেলি বড় না তিলি বড়? জেলে বড় না গোয়ালা বড়? স্বর্ণবণিক বড় না গন্ধবণিক বড়? কিছুতেই বলা যাবে না। সবাই নিজের জাতিকে বড় মনে করতে পারে। অনেকে করেও। এবং একটু পুরাতনপন্থীরা ছেলেমেয়েদের বিবাহ নিজেদের জাতির মধ্যেই দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এইরকম বৃত্তি বা পেশাভিত্তিক কোন জাতিকে বড় বা ছোট, উঁচু বা নীচু বলার জন্য কোনরকম শাস্ত্রীয় বিধান কেউ দেখাতে পারবে না।

কিন্তু বর্ণের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। সেখানে শাস্ত্রের উদাহরণ দিয়ে বা প্রমাণ দেখিয়ে চারটি বর্ণের মধ্যে ছোট-বড় বা উঁচু-নীচু দেখানোর একটা চল সমাজে আছে। যদিও স্পষ্টভাবে কোথাও বলা নেই যে কোন্ বর্ণ বড় বা কোন্ বর্ণ ছোট। খুব বেশী করে উল্লেখ করা হয় একটি শ্লোকের। ওই শ্লোকটিতে আছে—সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মার মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উদর থেকে বৈশ্য ও পা থেকে শূদ্র। সুতরাং মানবশরীর মাথা, হাত, পেট ও পায়ের অবস্থান অনুসারে উঁচু-নীচু, বড়-ছোট নির্ধারিত হয়ে গেল। নির্ধারিত হয়ে গেল যে ব্রাহ্মণ সব থেকে উঁচু, শূদ্র সব থেকে নীচু। আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুইয়ের মাঝখানে। যে উঁচু তাকে তো শ্রদ্ধা ভক্তি মান্যগণ্য করতে হবে। আজ থেকে দু-চারশো বছর আগে পর্যন্ত তাই করত। এ নিয়ে বিশেষ কোন প্রশ্ন বা আপত্তি কেউ করেনি। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। অনেক আপত্তি উঠেছে। এই আপত্তি প্রায়শঃই ঝগড়া ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তা থেকে হয়েছে মনোভেদ। তা থেকে বিদ্বেষ। এবং শেষ পর্যন্ত তা আমাদের সমাজকে ভাঙার কাজই করেছে ও করছে। তাই এ বিষয়টাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। এর একটা সুষ্ঠু সমাধান হওয়া দরকার। বিষয়টা নিঃসন্দেহে জটিল।

জাতি ও বর্ণ। দুটো কি এক? কখনই নয়। মিলও আছে, অমিলও আছে। মিল হচ্ছে দুটোই জন্মভিত্তিক। ব্রাহ্মণের ছেলে মূর্খ ও দুশ্চরিত্র হয়েও ব্রাহ্মণ হয়, তেমনি কামারের বা গোয়ালার ছেলে নামকরা ডাক্তার হয়েও জাতিতে কামার বা গোয়ালাই থেকে যায়, তার জাতি 'বদ্যি' হতে পারে না। জাতি ও বর্ণে এই হচ্ছে মিল। অমিলটা কোথায়? অমিল হচ্ছে এই যে, জাতি একটি নির্দিষ্ট পেশা বা বৃত্তি ভিত্তিক। কিন্তু বর্ণের মধ্যে নির্দিষ্ট পেশা বা বৃত্তি উল্লেখ করা হয়নি। বর্ণের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে গুণ ও কর্ম (গুণ কর্ম বিভাগ ঃ গীতা ৪ অধ্যায়)। এর মধ্যে গুণ শব্দটা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু কর্ম শব্দটা অত সহজ নয়। অধিকাংশ লোকই কর্ম শব্দে কাজ বা বৃত্তি বা পেশাকেই মনে করছে। গীতায় ভগবান কর্ম বলতে বৃত্তি বা পেশাকে বুঝিয়েছেন—সেকথা কোনভাবেই জোর দিয়ে বলা যাবে না। যখন কাউকে বলা হয়—সে তার কর্মফল ভোগ করছে তখন কি কর্ম মানে পেশা বলা হয়? কখনই না। এখানে বোঝানো হয় যে সে কাজ করতে গিয়ে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত যা করেছে, তার ফল ভোগ করছে। একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক। সমাজ অবস্থাসম্পন্ন দুজন চাষী পাশাপাশি জমিতে ধান চাষ করছে। একজনের ফলন ভাল হল, আর একজনের ফলন কম হল। কারণ সহজ। দুজনই যদি বীজ, সার, সেচ একইরকম দিয়ে থাকে, তবুও যে পরিশ্রম বেশী করেছে, ফসলের যত্ন বেশী করেছে—তার ফলন বেশী হয়েছে। অন্যজনের কম হয়েছে। অর্থাৎ দুজনেই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে ফল পেয়েছে। একেই বলে কর্মফল। এখানে কর্ম মানে তো পেশা বা বৃত্তি নয়। এক্ষেত্রে তো দুজনেরই পেশা ও বৃত্তি একই। এমনকি কাজও এক। অথচ কর্মফল আলাদা। সুতরাং এখানে কর্ম মানে একটি নির্দিষ্ট কাজ বা পেশা বা বৃত্তিকে বোঝাচ্ছে না। কর্ম বলতে কাজের গুণাগুণকে বোঝাচ্ছে। মহাভারতে যুধিষ্ঠির তাঁর কর্মফলে সশরীরে স্বর্গে পৌঁছলেন। আর চার ভাই তো পৌঁছতে পারলেন না! কেন? তাঁদের সকলের কর্মই তো একই ছিল! না, ছিল না। পেশা এক ছিল, বৃত্তি এক ছিল, কাজ (যুদ্ধ) এক ছিল। কিন্তু কর্ম হয়ে গেল আলাদা, তাই কর্মফলও আলাদা। রাজ্যভোগ ও রাজ্যত্যাগ, বনবাসের কষ্ট, অজ্ঞাতবাসের অপমান সহ্য করা, যুদ্ধ করা—পাঁচ ভাই-ই একসঙ্গে একইরকমভাবে করেছেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির সেই সকল একই কাজ করেছেন অধিক নিঃস্বার্থভাবে, অধিক বৃহত্তর স্বার্থে, অধিক ঈর্ষাশূন্যভাবে, অধিক ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে এবং সর্বোপরি অধিক সততার সঙ্গে। তাই একই কাজ করেও তাঁর কর্মফল ভিন্ন হয়ে গেল অন্য ভাইদের থেকে।

তাহলে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যখন বলছেন যে তিনিই গুণ ও কর্ম অনুসারে চর্তুবর্ণ সৃষ্টি করেছেন, সেখানে কর্ম বলতে কর্মের এই ব্যাখ্যাকে না মেনে পেশা বা বৃত্তিকে ধরে নেওয়াই সঠিক—একথা জোর দিয়ে বলা যায় কি?

তাহলে কর্মের দুটো মানে হতে পারে—পেশা ও কাজের গুণাগুণ। গীতায় বলছেন যে, গুণ ও কর্ম অনুসারে তিনি চার বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। জন্ম অনুসারে বা জন্মের ভিত্তিতে করেছেন—একথা ভগবান মোটেই বলছেন না। এর উল্টো যুক্তিটা বোধহয় এরকম যে— জন্ম অনুসারেই বা জন্ম থেকেই ব্যক্তির মধ্যে ভগবান ওই গুণ ও কর্মগুলো ভরে দিয়েছেন বা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই যুক্তিটাই অন্যভাবে বললে এরকম হয়। শিশুর জন্মের সময়ই বিভিন্নজনকে আলাদা আলাদা রকম গুণ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য আলাদা আলাদা কর্ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ভগবানের দ্বারা। ভগবানের ঘাড়ে দায়ভাগ একটু কম চাপাতে হলে এভাবেও বলা যায় যে, মানুষের পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে এজন্মে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে জন্মগ্রহণ করছে। এই দুটো ক্ষেত্রেই, অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছাতেই হোক বা পূর্বজন্মের কর্মফলই হোক, একজন একটা বর্ণে যখন জন্মগ্রহণ করে ফেলেছে তখন তার মধ্যে ঐ গুণ ও কর্ম আছে এটাই মেনে নিতে হবে। আর সেই অনুসারেই তথাকথিত উচ্চবর্ণ বেশী শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকারী, আর তথাকথিত নিম্নবর্ণ কম শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকারী। ভারতের গ্রামাঞ্চলে বহুলাংশে এই প্রথা এখনও চলে আসছে। এই প্রথা অনুসারে এম.এ. পাশ সচ্চরিত্র বাগদি যুবককে ব্রাহ্মণের গণ্ডমূর্খ গাঁজাখোর সন্তানকে শ্রদ্ধা করতে হবে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হবে।

বেশী যুক্ততর্কে ব্যাখ্যায় না গিয়ে এটা বলতে চাই যে এটা আর চলবে না। জন্মের ভিত্তিতে শ্রদ্ধা আদায় বন্ধ করতে হবে। যারা আমার এই কথা মানতে পারবে না তাদের সঙ্গে বেশী তর্ক না করেও আমি বলতে চাই যে—শহরে তো বেশীরভাগ লোকই এটা মানে না। আর যে গ্রাম যত অনগ্রসর (backward) সেই গ্রামে তত বেশী এই প্রথা মানুষ মানে। তাহলে আপনি শহর ছেড়ে সেই গ্রামে চলে যান এবং আপনার সন্তানদেরকেও কখনো শহরে না নিয়ে এসে সেই গ্রামেই রাখুন যেখানে এই প্রথা মানা হয়। শহরে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, যে উন্নত নাগরিক পরিষেবার সুযোগ শহরে করা গিয়েছে—তা ওই প্রথাকে বাতিল করে তবেই করা গিয়েছে। শিক্ষা, উৎকর্ষ অর্জন ও কর্মের সুযোগ জন্মের ভিত্তিতে না পেয়ে মেধা ও পরিশ্রমের ভিত্তিতে পাওয়ার ফলেই আজকের এই উন্নত নাগরিক পরিষেবা। সেই পরিষেবা গ্রহণ করতে হলে গ্রহীতাকে জন্মভিত্তিক তারতম্য করা, ভেদাভেদ করা ত্যাগ করতে হবে। মেধা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও সততাকে গুরুত্ব দিতেই হবে—জন্মের থেকে বেশী গুরুত্ব।

আমার বিচার বুদ্ধি ও বোধ অনুসারে জন্মভিত্তিক বর্ণ বা শ্রেণী বাতিল, অচল। যদি কোন শ্রেণী থাকতেই হয় তবে তা হবে কর্ম ও গুণ অনুসারে। তাই একালে ব্রাহ্মণ হবে সে যে সর্বদা সমাজের মঙ্গলকর্মে নিযুক্ত থাকবে নিজের স্বার্থ ও সুখ জলাঞ্জলি দিয়েও। শ্রীরামকৃষ্ণের বিচার করব না। কিন্তু তাঁর বাবা ব্রাহ্মণ ছিলেন চট্টোপাধ্যায় উপাধির জন্য নয়। তিনি জমিদারের চাপ ও হুমকিতেও আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য না দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বলে। আর ঠাকুরেরই নিজের ভাগ্নে হৃদয় সবসময় ঠাকুরকে বিষয়বুদ্ধি দেওয়ার চেষ্টা করত। তাই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হলেও সে ব্রাহ্মণ নয়। এরকম উদাহরণ অসংখ্য।

আসলে আজ আমি লিখতে বসেছিলাম ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা। কিন্তু কলম আমাকে টেনে নিয়ে গেল অন্যদিকে। এতে আমি বিব্রত। পরের সংখ্যায় এদের কথা লেখার চেষ্টা করব।

লাভ জেহাদ ঃ হারিয়ে গেল সায়ন্তী মালি

হাওড়া জেলার সাঁকরাইলের মাসিলা পঞ্চানন তলার সায়ন্তী মালি (পিতা অমর মালি) সাঁকরাইল কুসুমকুমারী গার্লস স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। ২৯শে অক্টোবর সায়ন্তী স্কুলে যায় কিন্তু স্কুল থেকে সে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। সায়ন্তীর ক্লাসের এক বন্ধু আঁখি লস্কর (পিতা মাফিজ লস্কর); সায়ন্তীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় আবুল বাসার লস্কর (২৫ বছর) (পিতা রাজো লস্কর) নামে এক যুবকের সঙ্গে। আবুল লস্করের বাড়ি দগরাতলা গজমাতাপার, সাঁকরাইলে। আঁখির সাহায্যে আবুল সামন্তীর সঙ্গে ঘনিষ্টতা গড়ে তোলে। বাড়ি থেকে জানতে পারলে সায়ন্তীকে বকাবকি করা হয় এবং তার মোবাইল ফোনটিও কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী আঁখি লস্কর তলে তলে তাদের পালাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখে। এরই মধ্যে ২৯শে অক্টোবর সায়ন্তী স্কুলে গেলে আবুলও সেখানে এসে হাজির হয় এবং আঁখির সহায়তায় আবুল সায়ন্তীকে নিয়ে পালায়।

সায়ন্তীর বাবা মেয়েকে অপহরণের জন্য থানায় একটি ডাইরি করে (ডাইরি নং ১৪৭২/১৩)। কিন্তু এখন পর্যন্ত সায়ন্তীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

হাওড়ার ডোমজুড়ে অনুষ্ঠিত হল ভারতমাতা পূজা

গত ৮ই নভেম্বর হাওড়া জেলার ডোমজুড়ে সার্বজনীন শ্রীশ্রী ভারতমাতা পূজা কমিটির পরিচালনায় আয়োজিত হয় ভারতমাতা পূজা। পূজা উপলক্ষ্যে আয়োজিত নাগরিক সভায় হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য রাখেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ। শ্রী ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বলেন এই দেশকে মাতৃ রূপে তাঁদের জীবন অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করেছেন ভগত সিং, যতীন দাস প্রমুখ বীর বিপ্লবীরা। আবার এই দেশেই বাস করেন এমন লোকেরাও আছে যারা 'বন্দেমাতরম্' বলতে রাজী হয় না। যারা এই দেশকে একবার দ্বিখণ্ডিত করেছে এবং আবার খণ্ডিত করার সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। এই সমস্ত দেশ বিরোধী শক্তির চক্রান্ত প্রতিহত করে ভারতমাতাকে

আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাহলেই এই পূজা সার্থক হবে। এই সভার সভাপতিত্ব করেন নরসিংহ দত্ত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রী হারাধন ভট্টাচার্য মহাশয়।

আগামী ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৩ হিন্দু সংহতি-র বার্ষিক কর্মীসভায় সকল কর্মীবৃন্দকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

বাংলাদেশে ইসলামিক সন্ত্রাস অব্যাহত

(১)

বরিশাল সদর উপজেলার অন্তর্গত হিন্দু অধ্যুষিত নামোপাড়া গ্রামে ব্যাডমিন্টন খেলাকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে আসে। তাদের আক্রমণ করে পার্শ্ববর্তী চর আইচা গ্রামের মুসলমানেরা।

খবরে প্রকাশ যে ১৫ই নভেম্বর বরিশালের সদর উপজেলার অন্তর্গত চড়আইচা গ্রামের মুসলমানেরা হিন্দু প্রধান নামোপাড়ার ১৫টি হিন্দু বাড়ি ও দুটি মন্দিরকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। ১৪ই নভেম্বর রাত ৮টার সময় ব্যাডমিন্টন খেলাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মারামারি হয়। হিন্দুদের এই খেলায় মুসলমানরা জোর করে খেলতে চায়। কিন্তু খেলতে না দিলে তারা খেলা পণ্ড করে দেয়। ব্যাট-বল সব ভেঙে দেয়। উভয়পক্ষের মারামারিতে পারভেজ ও জুইরুল নামে দুইজন মারাত্মকভাবে আহত হয়। পারভেজ বরিশাল গভর্মেন্ট বি.এম. কলেজের ছাত্র। পরদিন সকালে সে হাসপাতালে মারা যায়। কিন্তু মুসলমানরা হিন্দু গ্রাম আক্রমণ করে জুইরুলের মৃত্যুর গুজব শুনে। জুইরুলের গ্রাম চড়আইচা থেকে অনেক মানুষ এসে নামোপাড়া আক্রমণ করে। উভয়পক্ষের তুমুল লড়াই হয়। কিন্তু এরপর আশপাশের গ্রামগুলো থেকে দলে দলে মুসলমানরা এসে নামোপাড়ার উপর চড়াও হয়। তারা ১৫টি হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় ও দুটি মন্দির ভাঙচুর করে সেখানেও আগুন লাগিয়ে দেয়। জুইরুলকে প্রথমে বরিশালের শের ই বেঙ্গলে ভর্তি করা হয়, পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়।

(২)

বাংলাদেশের অন্তর্গত সাতক্ষীরা জেলার উপজেলা শ্যামনগরে ২৯শে জুলাই, ২০১৩ রাতে রেজাউল আর্মি একটি হিন্দু পরিবারের চারজন সদস্যকে কিডন্যাপ করে। পরে তাদের ছাড়ার শর্ত হিসাবে মাথা পিছু তিন লক্ষ টাকা দাবি করে। যদি টাকা না দেওয়া হয় তবে তাদের কেটে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয় তারা। এই চারজন হল জিতেন মণ্ডল, প্রণব বিশ্বাস, কার্তিক পাইন—এরা সবাই ভেটখালি উত্তরপাড়ায় থাকে, অপরজন হলেন দেবব্রত মণ্ডল যার বাড়ি পানখালি। শ্যামনগর থানার ও.সি. আসলাম খান এলাকা পরিদর্শনে গেলেও কোন ও ব্যবস্থা তিনি নেননি। এখন পর্যন্ত ঐ চারজনকে উদ্ধার করা যায় নি। তারা কোথায় আছেন, আজও বেঁচে আছেন কিনা তা তাদের পরিবারের লোকজনেরা জানে না। দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের মধ্য দিয়ে তারা দিন কাটাচ্ছে।

(৩)

বাংলাদেশের অন্তর্গত মাদারিপুর জেলা, উপজেলা কোলকিনির আইসার গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ পোদ্দারের দুই একর দশ শতক জমি ছিল। এর মধ্যেই ছিল তার বসতবাড়ি। মুসলিম দুষ্কৃতিরা দেবেন্দ্রবাবুর জমিটি কেড়ে নিয়ে তাকে পরিবারসহ বাড়ি থেকে বার করে দেয়। দেবেন্দ্রনাথ পোদ্দারের জমি-বাড়ি সহ দলিল থাকলেও প্রশাসন থেকে তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি। উল্টে দুষ্কৃতির দল তাদের বর্ডার পেরিয়ে ভারতে চলে যেতে বলছে। এমন কি অন্যান্য হিন্দুদের জমিও যে তারা কেড়ে নেবে এ হুমকি তারা দিচ্ছে। স্বভাবতই সকল হিন্দু পরিবার আতঙ্কিত ও শঙ্কিত। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। দেবেন্দ্রনাথবাবু আজ পথের ভিখারী হয়ে খোলা আকাশের নীচে পরিবার নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। অন্যান্য হিন্দুরাও আতঙ্কে রয়েছে কবে দুষ্কৃতিদের দ্বারা ভিটেমাটি ছাড়া হতে হবে, এই ভেবে।

(৪)

বাংলাদেশের খুলনা জেলায় এবার সংখ্যালঘু পরিবারের উপর নেমে এল প্রশাসনের অত্যাচার। এমনিতেই এখন বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু নিধন চলছে। খুন-জখম-ধর্ষণ, দোকান-বাড়িতে লুঠপাট, অগ্নি সংযোগ, মন্দিরে ভাঙচুড় ও আগুন লাগানো এখন নিত্যদিনের ঘটনা। এমন অবস্থায় অসহায় হিন্দু পরিবারগুলো কার কাছে যাবে? প্রশাসনের কাছে? সেখানেও কি রেহাই আছে? খুলনার এক গৃহবধূ থানায় গিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের নালিশ করতে। সেখানে থানার এস.আই রহুল আমিনের হাতে তাকে যে অপমান ও শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, তা বলার বাইরে। আর কত মা-বোনের ইজ্জত গেলে হিন্দু সমাজের মধ্যে সচেতনতা আসে, সেটার দেখার।

একই সঙ্গে চট্টগ্রামের ফটিক ছড়িতে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটায় দুষ্কৃতিরা। গভীররাতে এক হিন্দু গৃহস্থের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা। আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছেন মা ও তার দুই কোলের সন্তান। নিহতরা হলেন সুমিবালা নাথ (২৫), তার মেয়ে বর্ষারাণী নাথ (৩) এবং দেড় বছরের ছেলে শ্রাবণ নাথ। সুমির স্বামী মিলন কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন।

(৫)

১৮ দলীয় জোটের ডাকা তিনদিন ব্যাপী অবরোধের শেষ দিনে অর্থাৎ ২৮শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার লালমনির হাটের পাটগ্রামে উপজেলা জোংড়া ইউনিয়নে বি.এন.পি. জামায়েতের কর্মীরা তিনটি বাড়িসহ চারটি দোকানে ভাঙচুর করেছে। কিশোরগঞ্জে একটি হিন্দু বাড়ি থেকে মূর্তিসহ ঠাকুরঘরের মালপত্র চুরি করেছে। কুড়িগ্রামে একটি কালীমন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। এর আগে গত মঙ্গল ও বুধবারে অবরোধ চলাকালীন দুষ্কৃতিরা বিভিন্ন স্থানে মন্দিরে ভাঙচুর ও আগুন লাগায়।

(৬)

বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার দক্ষিণ বিজয়পুর এলাকার অধিবাসী রতন ভৌমিকের বাড়িতে বরিশালের পৌর কাউন্সিলর ও যুব লীগ নেতা ফিরোজ আহমদের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়। হামলার সময় ঐ বাড়িতে নির্মীয়মাণ মনসা মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুর এবং দুজন মহিলাকে মারধোর করা হয়। ঘটনাটি ঘটে ২৪শে নভেম্বর, রবিবার সন্ধ্যার সময়।

হিন্দু সংহতির কর্মীদের প্রচেষ্টায় অপহৃত নিশা ফিরে এল বাবা-মা'র কোলে

গত ৮ই অক্টোবর নিশা হরি (১৫ বছর) নামে এক স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ করলো এক দুষ্কৃতি। হাতিয়ারা দক্ষিণমাঠ সুভাষপল্লীর বাসিন্দা রীতেন্দ্র হরি ও বিন্দিয়া হরির কন্যা নিশা প্রতিদিনের মতো স্কুলে যায়। নিশা বাগুইআটির অন্নদাসুন্দরী স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। বিকাল হয়ে গেলেও মেয়ে বাড়ি ফিরছে না দেখে চিন্তিত বাবা-মা চারদিকে খোঁজখবর শুরু করে। তারা জানতে পারে একই সঙ্গে ঐ স্কুলের গাড়ির ড্রাইভার মহম্মদ ইমরান (পিতা মহম্মদ ইসলাম, হাতিয়ারার ঘুনির বাসিন্দা) বেপাত্তা। মহম্মদ ইমরানই যে মেয়েকে অপহরণ করেছে, জানতে পেরে রীতেন্দ্র হরি বাগুইআটি থানায় একটি অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ ইমরানের বিরুদ্ধে একটি এফ.আই.আর. (নং-৫২০/১৩, ধারা ৩৬৩, ৩৬২) দায়ের করে।

খবরটি ছড়িয়ে পড়লে অঞ্চলের বি.জে.পি নেত্রী শিখা রায় নিজে থেকে হিন্দু সংহতির কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাগুইআটি অঞ্চলের সংহতির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সুষেণ বিশ্বাস শ্রীমতি রায়কে জানান যে মেয়েটির বাবা-মাকে লিখিত আবেদন করতে হবে। সেইমতো নিশার বাবা-মা হিন্দু সংহতির অফিসে চিঠি দিয়ে তার মেয়েকে উদ্ধারের আবেদন জানায়।

এরপরই, আসরে নেমে পড়ে সংহতি কর্মীরা। নিশার বাবা-মাকে নিয়ে বি.ডি.ও.র কাছে যায়। সমস্ত বিষয়টি জানার পর বি.ডি.ও অঞ্চলের এ.ডি.সি.পি. শ্রী সন্তোষ নির্মল করের কাছে সংহতির কর্মীদের পাঠান। বিষয়টি তিনি জানার পর তৎক্ষণাৎ ইমরানের বাড়িতে লোক পাঠান এবং তার স্ত্রী ও বাবাকে চাপ দিয়ে জানতে পারে ইমরান বর্তমানে দিল্লীতে আছে। অবশেষে ৪ঠা নভেম্বর দিল্লী থেকে ইমরান ও নিশাকে পুলিশ উদ্ধার করে আনে। ৪ঠা নভেম্বর রাতে দুজনকেই পুলিশ হেফাজতে রাখলে হিন্দু সংহতির কর্মী, নিশার বাবা-মা সহ প্রায় জনা পঞ্চাশ লোক থানা ঘিরে রাখে। যাতে ইমরানের পরিবার থানায় এসে কোনরকম কারচুপি না করতে পারে। পরদিন তাদের বারাসত কোর্টে তোলা হলে আদালত অপহরণের দায়ে ইমরানকে জেল হেফাজতে পাঠায় এবং নিশাকে তার বাবা-মা'র কাছে ফিরিয়ে দেয়। হিন্দু সংহতির প্রচেষ্টায় অন্ধকার জগতে হারিয়ে যাওয়া থেকে নিশা মুক্তি পায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ অ্যাঙ্গোলায় ইসলাম নিষিদ্ধ

দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার একটি ছোট্ট দেশ অ্যাঙ্গোলা। সম্প্রতি যে দেশে ইসলামকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অ্যাঙ্গোলাই পৃথিবীর প্রথম দেশ যারা কিনা এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। গত ২২শে নভেম্বর থেকে সে দেশের সরকার এ ঘোষণার বাস্তবায়নও শুরু করেছে। শুধু ইসলামকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেই তারা ক্ষান্ত দেয়নি, সেই সঙ্গে বিনা নোটিশে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে সে দেশের মসজিদগুলোকে। শুক্রবার (২২শে নভেম্বর) দেশটির সংস্কৃতি মন্ত্রী রোজা ক্রুজ গিলভা এক নোটিশ জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। ঐ মন্ত্রী বলেন মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা অনুযায়ী ইসলামের বৈধতা এ দেশে নেই। তাই পুনরায় নোটিশ জারি পর্যন্ত ইসলাম নিষিদ্ধ এদেশে।

সিমি নিষিদ্ধ ঃ নীরব রাজ্য

ভারতের মাটিতে স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া বা সিমি-র উপর থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার কথা আগামী বছরের ২রা ফেব্রুয়ারী। দু-বছর আগে গঠিত বিশেষ কেন্দ্রীয় ট্রাইব্যুনাল অন্তত তেমনই নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তার পরেও জঙ্গি ছাত্র সংগঠনটিকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় রাখতে চায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তারা এ প্রসঙ্গে এমন ১৪টি রাজ্যের মতামত জানতে আগ্রহী, যেখানে যেখানে সিমি-র সক্রিয়তা ছিল বা রয়েছে। কারণ নিষিদ্ধ হওয়ার পর সিমি তার নামের পোষাক ছেড়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে অন্যভাবে বজায় রেখেছে। মতামত পেশের জন্য রাজ্যগুলোকে ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছিল দিল্লী। সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে, ১২টি রাজ্য কেন্দ্রের প্রস্তাবে সহমত। ব্যতিক্রম বলতে শুধু উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের এমনই চাপ।

নাবালিকা ধর্ষণ ঃ মূল অভিযুক্ত ধৃত

গত ৭ই নভেম্বর মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার বৈষ্ণবনগর ধূলাগুলি গ্রামের মিতালি মণ্ডল (নাম পরিবর্তিত) বিকালে পাশের গ্রামে তার পিসির বাড়ি যাচ্ছিল। রাস্তার নির্জনতা ও অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চারজন যুবক তাকে অপহরণ করে। তাদের মধ্যে একজন হল মুস্তাফা আলম। মিতালিকে (১৫ বছর বয়স, বৈষ্ণবনগর গার্লস্ স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী) অপহরণকারীরা কাছেই এক আমবাগানে নিয়ে যায়, যেটা দক্ষিণ মালদা কলেজের ঠিক পিছনে। সেখানে দুষ্কৃতিরা মিতালিকে ধর্ষণ করে। পরে অচৈতন্য মিতালিকে উদ্ধার করে মালদা টাউন হস্পিটালে ভর্তি করা হয়। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মিতালির অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর স্থানীয় মানুষেরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। মূলতঃ চাপে পড়েই মুস্তাফা আলমকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে একটি কেস্ দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে সে বিচারাধীন।

মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হল সংহতি কর্মীকে

পুলিশ ও প্রশাসনের চক্রান্তে শিকার কাকদ্বীপের হিন্দু সংহতির প্রতিনিধি কর্মী সৌরভ শাসমল। মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে তাকে দীর্ঘদিন জেলে আটকে রাখা হয়েছে। সৌরভের অপরাধটা কি তা জানতে হলে বেশ কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া কাকদ্বীপের উকিল বাজারে একটি দুর্ঘটনার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর কাকদ্বীপের উকিল বাজারে দ্রুতগামী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রীতিলতা মাইতি নামে এক স্কুল ছাত্রীকে ধাক্কা মারে। সাইকেল থেকে মেয়েটি ছিটকে পড়ে এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এমনিতেই উকিলবাজার অত্যন্ত জমজমাট অঞ্চল, তার উপর স্কুল-কলেজের সময় প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী ঐপথ দিয়ে যাতায়াত করে। ফলে গাড়ি আস্তে চালানোই ভালো। কিন্তু গাড়ির চালকদের বহুবার বলা সত্ত্বেও তারা গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের কোন চেষ্টাই করে না। ফলস্বরূপ প্রায়ই ঐ অঞ্চলে দুর্ঘটনা ঘটে যেমন ২৭শে সেপ্টেম্বর ঘটেছিল। উত্তেজিত জনতা ঘাতক বাসটি সহ বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে যা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ছিল। বাসের ড্রাইভার, কণ্ডাক্টরকে জনতা মারধোর করে এবং পাশে দাঁড়ানো একটি মেশিনভ্যান ভাঙে যার মালিক এক মুসলমান। যেহেতু পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় তাই পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলেও সেদিন কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। বিষয়টি তখনকার মত মিটে যায়।

এরপর শেখ সফিকুল নামক এক ব্যক্তির এফ.আই.আর-এর ভিত্তিতে পুলিশ সৌরভ শাসমলকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু প্রশ্ন হল এই শেখ সফিকুল কে? এফ.আই.আর বয়ানে তাকে মারধোরের যে উল্লেখ আছে তা পুরোপুরি মিথ্যা। আর যে সময় মারধোর বা ভাঙচুর হয় তখন ওখানে সৌরভ উপস্থিত ছিলেন না। পরে ঘটনাস্থলে যান। আর একটি দিক উল্লেখযোগ্য যে এফ.আই.আর কপিতে দশজনের নাম উল্লেখ থাকলেও শুধুমাত্র সৌরভকেই গ্রেপ্তার করা হল। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার না করে পরে কোন একটি এফ.আই.আর-এর ভিত্তিতে কেন তাকেই গ্রেপ্তার করলো, তারও কোন সদুত্তর কারো জানা নেই।

এর পেছনে প্রশাসনের দূরভিসন্ধি আছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে খুশি করতেই সৌরভকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারণ কাকদ্বীপের মুসলিম দুষ্কৃতীদের ক্রমশঃ মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠছে হিন্দু সংহতির এই যুবক। পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে কেস্ ডাইরী আদালতে না পাঠিয়ে সৌরভকে জেলে আটকে ওনার মনোবল ভেঙে দিয়ে কাকদ্বীপে হিন্দু সংহতির কাজকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু তিনি জেলে বসে জানিয়েছেন, এভাবে আটকে রেখে তার মনোবল ভেঙে দেওয়া যাবে না।

বাংলাদেশে বর্তমানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন তদারকি সরকারের সময় সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর মৌলবাদী মুসলিমদের অত্যাচার বেড়েই চলেছে। তার থেকেও বেড়ে চলেছে হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক—২০০১ ফিরে আসবে নাকি? শুরু হয়ে গিয়েছে হিন্দু পলায়ন। ভিসা দেওয়া প্রায় বন্ধ। তাই চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পালিয়ে আসা। বাংলাদেশে যে কোন অজুহাতে হিন্দুদের উপর এই অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করে বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করছে হিন্দু সংহতি।

বীরভূমে দুর্গাপূজার শোভাযাত্রায় আক্রমণ

মুসলিম আগ্রাসনের শিকার এবার বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার কাষ্ঠগড়া গ্রাম। গত ১৭ই অক্টোবর দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা শুরু হয় গ্রামের চিরাচরিত পথ ধরে। হঠাৎ গ্রামের মুসলমান দুষ্কৃতিরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ আক্রমণ করলো সেই শোভাযাত্রা। সূত্রের খবর মসজিদের মাইক থেকে তখনও ভেসে আসছে উত্তেজক, প্ররোচনা মূলক বক্তব্য। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হিন্দুরা হতভম্ব। জনা দশেক হিন্দু আহত হল যাদের মধ্যে অনিল মণ্ডলের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তাররা ঝুঁকি না নেওয়ার কলকাতার কমাণ্ড হাসপাতালে ভর্তি করতে হল তাঁকে। আঘাত এতই মারাত্মক ছিল যে আই.সি.ইউ-তে থাকতে হল দশদিনেরও বেশি। এখনও শেষ হয়নি মুসলমানদের জেহাদি কর্তব্য। সেই দিনই রাতে গরুর মাথা ফেলা হল গোপালপুর দুর্গামন্দিরে। হিন্দুরা প্রতিবাদ করার সাথে সাথে দ্বিতীয়বার আক্রমণ হল হিন্দুদের উপর ১৮ তারিখ

আক্রান্ত অনিল মণ্ডল

সকালে। এক্ষেত্রেও মসজিদ থেকে প্ররোচনা দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। এবার আহত হলেন স্কুল শিক্ষক নারায়ণ মণ্ডল। পুলিশ ১৪৪ ধারা জারী করে, মাত্র ৩ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলো ঠিকই কিন্তু এলাকার হিদুদের কাছে প্রশ্ন থেকেই গেল—সমস্যার স্থায়ী সমাধান হল কী? গ্রামের হিন্দুর উপরে এধরনের আক্রমণ আবার যে হবে না তার দায়িত্ব পুলিশ, প্রশাসন কিংবা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা নিলেন কী?

সন্ত্রাসবাদী মুসলিম মহিলার অঙ্গীকার

সন্তানকেও সন্ত্রাসবাদী করবেন

নয় পাতার একটি অসম্পূর্ণ লেখায় সন্ত্রসবাদের মূল আদর্শ ব্যক্ত করেছেন লেখিকা সামান্থা লিউথওয়েইট। তিনি নিজে একজন সন্ত্রাসবাদী। নাইরোবির ওয়েস্টগেট মল কাণ্ডের পর দুনিয়া যাকে চেনে হোয়াইট উইডো নামে। ইন্টাপোলের তৎপরতা সত্ত্বেও তিনি অধরা। সম্প্রতি কেনিয়ার একটি 'সেফ হাউস'-এ তল্লাসি চালাতে গিয়ে তার লেখা অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি সেনাদের হাতে এসেছে।

আর তা থেকে পরিষ্কার, কীভাবে নিজের চার ছেলেকে সন্ত্রাসবাদে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন সামান্থা। পাণ্ডুলিপির তথ্য অনুসারে, ২০০২ সালে বন্ডনের জেরমাইল লিন্ডসে ওরফে জামালের সঙ্গে বিয়ে হয় তার। জন্ম হয় প্রথম সন্তান আবদুল্লার। যখন তার গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান তখন লন্ডনে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে নিজেকে উড়িয়ে দেন জামাল। তাতে মৃত্যু হয় ২৩ জনের। প্রথমদিকে স্বামীর সিদ্ধান্তকে দুষেছিলেন সামান্থা। কারণ, এর পর গোপন আস্তানায় লুকিয়ে থাকার কষ্ট তাকে পেতে হয়েছিল। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে সেই স্বামীরই ভূয়সী প্রশংসা। সামান্থার পাণ্ডুলিপেতে জামাল সম্মানিত মুজাহিদ। সে লেখে, এমনই স্বামী চেয়েছিলাম আমি। যে জেহাদের জন্য সর্বস্ব দেবে।

ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন, যে বা যারা বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ নয়, তাদের শেষ করাই পুণ্য এবং সে সম্প্রদায়ের মানুষের অবশ্য কর্তব্য। মানুষকে জেহাদের পথে উজ্জীবিত করতে ধর্মগ্রন্থের অংশও উদ্ধৃত করেছেন তিনি। এমনকি পাণ্ডুলিপিতে শিক্ষানবীশ সন্ত্রাসবাদীদের জন্য প্রাথমিক পাঠও লিখেছেন তিনি।

কিন্তু লেখা হয়নি সবকিছু। কী লিখবেন, তারও একটা তালিকা তৈরি করেছেন সামান্থা। সে তালিকাও হাতে এসেছে সেনার কাছে। মিলেছে এ কে-৪৭-এর খোল ও তার চার ছেলেমেয়ের ছবি। ছোট দুজন দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী হাবিব সালে ঘানির সন্তান। আপাতত এই চার ছেলেমেয়েকে নিয়ে ফেরার বছর ঊনত্রিশের হোয়াইট উইডো। নাইরোবির ঘটনা ছাড়াও মোম্বাসার একটি রিসর্টে গ্রেনেড হামলার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬-১০-২০১৩)

শ্লীলতাহানি করেও শাস্তি হল না দুষ্কৃতির

নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত বালিয়াডাঙায় গত ১৪ই নভেম্বর শ্যামলী মাঝি (নাম পরিবর্তিত) কে শ্লীলতাহানি করে খোরাপ শেখ নামক এক ব্যক্তি। ঘটনার দিন শ্যামলী মাঝি নৃসিংহপুর থেকে ডাক্তার দেখিয়ে ফিরছিলেন। তখন প্রায় রাত ৮টা। খোরাপ শেখ রাস্তার নির্জনতার সুযোগ নিয়ে তার শ্লীলতাহানি করে। শ্যামলী চিৎকার করে উঠলে খোরাপ সেখান থেকে পালায়। এরপর এলাকার ছেলেরা গিয়ে শ্যামলীকে বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার করে। পুলিশের কাছে এই বিষয়ে রিপোর্ট করতে গেলে পুলিশ তা নিতে অস্বীকার করে। শেষে এলাকার লোকেদের চাপে পুলিশ একটা জেনারেল ডাইরি নিতে বাধ্য হয় (ডায়রি নং-৭৯৬, ১৫/১১)। খোরাপের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পুলিশ হিন্দুদের বারণ করে। তাদের গ্রেপ্তার করার হুমকিও দেওয়া হয়। এলাকার হিন্দুদের মতে, রাজনৈতিক নেতাদের চাপে ও মুসলিমদের চাপে পুলিশ এরকম হিন্দু বিরোধী আচরণ করছে।

অন্য একটি সূত্রের খবর, অঞ্চলের হালদাররা শ্যামলীর ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে খোরাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হয়। একটি বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষও দুষ্কৃতিদের সঙ্গে তাদের হয়েছিল। কিন্তু ঘোষপাড়ার লোকেরা বলে শ্যামলী তাদের মেয়ে, এ ব্যাপারে হালদারদের মাথা ঘামাতে হবে না। শেষ খবর, ঘোষরা মুসলিমদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নিয়েছে।

অবৈধ মসজিদ নির্মাণ

প্রতিবাদে উত্তাল বাক্সা

উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার বাক্সা গ্রামে একটি অবৈধ মসজিদ নির্মাণ করলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এলাকার সাধারণ মানুষ এই অবৈধ নির্মাণে ক্ষুব্ধ। তারা সমবেতভাবে মসজিদ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং প্রশাসনকে এই ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নিতে বলে। কিন্তু প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় সম্প্রতি মসজিদ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করে মসজিদ নির্মাণ কমিটি।

যে জমির উপর মসজিদটি নির্মাণ করা হয় সেটি ঐ অঞ্চলের এক মুসলমানের। সে কাউকে না জানিয়ে মসজিদ কমিটিকে জমিটি দান করে। এলাকার লোকদের বক্তব্য জমিটির যা চরিত্র তাতে সেখানে যে কোন নির্মাণই অবৈধ। অর্থাৎ জমিটি বাস্তু নয়। অথচ সেখানেই মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। মসজিদ নির্মাণ হলে সেখানে বাইরে থেকে বহু লোক নামাজ পড়তে আসবে, ফলে এলাকার গণচরিত্র পরিবর্তন হয়ে যাবে ও আইনশৃঙ্খলার সমস্যা বাড়বে। পুলিশ ও প্রশাসনকে তারা মসজিদ নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখতে লিখিত আবেদন জানায়। কিন্তু অবৈধ জেনেও পুলিশ বা প্রশাসন নির্মাণ বন্ধের কোন চেষ্টাই করেনি। অবাধে কাজ চালিয়ে সম্প্রতি তারা মসজিদ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করে।

কিন্তু আন্দোলনকারীরা নিশ্চুপে বসে থাকেনি। নির্মীয়মান মসজিদের প্রবেশপথের সামনের রাস্তার জমিটা একজন হিন্দুর। তিনি নিজেও আন্দোলনকারীদের একজন। সেই রাস্তার উপর আন্দোলনকারীরা গাছ লাগিয়ে দিয়েছে।

ফলতঃ মসজিদ কমিটি এলাকাবাসীকে কিছু বলতেও পারছে না। তারা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়। অদ্ভুতভাবে যে পুলিশ অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করতে একবারও এলো না, তারাই মসজিদের প্রবেশ পথ করে দেওয়ার জন্য দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। পুলিশ গাছ সরিয়ে পথ তৈরির চেষ্টাও করে, কিন্তু এলাকাবাসীর প্রবল চাপে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। অবৈধ নির্মাণের উপর এলাকাবাসী আদালতে একটি কেস্ দায়ের করেছে। এলাকায় এখনও উত্তেজনা আছে।

প্রকাশ্য রাজপথে গুলিবিদ্ধ যুবক

গত ২৬ নভেম্বর, বুধবার, সকাল সওয়া সাতটা নাগাদ এক যুবকের উপর গুলি চালালো একদল দুষ্কৃতি। যুবকের নাম সুরিন্দর পাল সিং। ইনি কলকাতার ১৩৯ নং নারকেলডাঙ্গার বাসিন্দা।

এইদিন সকালে প্রতিদিনের মত সুরিন্দর ৭.১৫ নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে নারকেলডাঙ্গা মেন রোডে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুলগাড়িতে তার ছেলেমেয়েদের তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় তিনি দেখেন ফুলবাগানের দিক থেকে তিন যুবক তার দিকে রিভলভার তাক্ করে এগিয়ে আসছে। কিছু বুঝে ওঠার আগে রাজাবাজারের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য তিনজনের মধ্যে একজন তাকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছোঁড়ে। তারপর প্রায় তিন রাউন্ড মত গুলি চলে। এর মধ্যে একটি গুলি এসে তার বাম পায়ের হাঁটুর উপরে লাগে। গুলিবিদ্ধ হয়েও রক্তাক্ত অবস্থায় দুষ্কৃতিদের পিছু ধাওয়া করে সে। গুলির শব্দ শুনে আশপাশের লোকেরা ছুটে আসে। ততক্ষণে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। লোকেরা দেখে জখম সুরিন্দর রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তারপর তাকে এন.আর.এস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার উপর এই জঘন্যতম আক্রমণের প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে এলাকার পক্ষ থেকে একটি মিছিল বার করা হয়।

তার উপর আক্রমণকারীরা ছিল রাজাবাজার এলাকার দুষ্কৃতি। ছয়জন দুষ্কৃতির মধ্যে দুইজনকে তিনি চিনে ফেলেন। একজনের নাম সেলিম হোসেন (পিতা-মনোহর হোসেন) অপরজন আরমান। যে গুলিটি তার পায়ে এসে লাগে সেই গুলিটি সেলিম হোসেনই তার উপর চালায়। বাকি চারজন মোটামুটি মুখ চেনা। চিকিৎসাধীন সুরিন্দর হাসপাতালে আমাদের প্রতিনিধিদের কাছে একথা জানান। তিনি আরও বলেন এটা কোন রাজনৈতিক আক্রমণ নয়।

ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এখন প্রশ্ন উঠেছে তার ওপর এরকম আক্রমণের কারণ কী? কারণটা হল---তিনি নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের মিলন সংঘের একজন একনিষ্ঠ সদস্য। এবছর দুর্গাপূজার সময়, মসজিদে

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুরিন্দর পাল সিং

নামাজ চলাকালীন পূজামণ্ডপের মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে পাশের মুসলিমদের সাথে ঝামেলা হয়। এমনকি এর জেরেই পূজামণ্ডপের সামনে গরুর হাড় পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্মস্থান অপবিত্র করার এই কু-চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন সুরিন্দর ও তার নেতৃত্বে মিলন সংঘ। আর সেই জন্য তার উপর এই জঘন্য আক্রমণ। শুধু তাই নয়, এই সেলিম ও তার দলবল এলাকায় দীর্ঘদিন সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরী করে রাখত। পরিস্থিতি এতটাই হাতের বাইরে চলে যায়, এলাকাবাসীরা ২০০৯ সালে সেলিমের বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেন। পরেও তার নামে কয়েক দফায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেলিমের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ পেয়েও পুলিসের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু এই বীর যুবক সুরিন্দর এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ করেছেন। তখন থেকেই সে টার্গেট হয়েছিল। তার উপর ঘৃন্য আক্রমণের এটাও একটা কারণ। আর তার জন্যই তার গতিবিধির উপর নজর রেখেছিল সেলিম-আরমানরা। তার উপর এই হামলা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী। এমনটাই মনে করছে তার নিকট আত্মীয় ও এলাকাবাসীরা।

প্রচলিত ধারণা ভুল, শক্তি বাড়াচ্ছে লস্কর

মুম্বই আক্রমণের পর কেটে গিয়েছে পাঁচ বছর। এরমধ্যে ভারতে ঐ স্তরের জঙ্গি হামলা আর হয়নি, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে সাবধান থাকতে বলেছেন মার্কিন বিশেষজ্ঞরা। মুম্বইয়ের নাশকতা যাদের পরিকল্পনায় হয়েছিল, পাকিস্তানের সেই জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবাই ফের ভারতে আঘাত হানার কথা ভাবছে।

পাঁচ বছরে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই উন্নত হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছে ভারতের জঙ্গি দমন শাখার গোয়েন্দা ও নিরাপত্তারক্ষীরা। কিন্তু এই পাঁচ বছরে শক্তি বাড়িয়েছে পাকিস্তান প্রশাসনের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবাও। মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সি. আই.এ.-র প্রাক্তন বিশ্লেষক ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ব্রুস রিডেল জানাচ্ছেন, এখনও ভারতবিরোধী জঙ্গি কার্যকলাপ ঘটানোর ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার লস্করই। উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালে নয়াদিল্লীতে সংসদ ভবনে হামলার পিছনে এই লস্কর-ই-তৈবাই ছিল।

মার্কিন বিশেষজ্ঞ রিডেল দাবি করেছেন, জঙ্গিদের সমর্থন করা প্রসঙ্গে সারা বিশ্বের জনমত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গেলেও এই বিষয়ে নির্বিকার 'বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ'। এমনটা না হলে

লাহোর থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে মুরিদকে শহরে দুশো একর জমি নিয়ে এই সংগঠনের সদর দপ্তর গড়ে উঠতো না। লস্করের দোসর জামাত-উল-দাওয়ার ক্ষমতা ও পাকিস্তানের মাটিতে গত পাঁচ বছরে চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। শুরুতে লস্করের লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র ভারতে নাশকতা ছড়ানো, কিন্তু জঙ্গিদের অন্যতম লক্ষ্য এখন অমেরিকাও।

গত পাঁচ বছরে এশিয়ার মাটি ছেড়ে ইউরোপেও সংগঠন পাকা করতে পেরেছে লস্কর জঙ্গিরা। ইংলন্ডে বসবাসকারী পাকিস্তানিরাই এখন ইউরোপের মাটিতে লস্কর জঙ্গিদের সবচেয়ে বড় মদতদাতা। আরিফ জামাল এক পা এগিয়ে মন্তব্য করেছেন যে এই মুহূর্তে বিশ্ব শান্তির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় পাকিস্তানের এই জঙ্গি সংগঠন।

সুইজারল্যান্ডে জনসমক্ষে বোরখা নিষিদ্ধ

ফ্রান্সের পর এবার ইউরোপের আর এক দেশ সুইজারল্যান্ডেও বোরখা নিষিদ্ধ করা হল। সুইজারল্যান্ডের সর্বদক্ষিণের অঞ্চল টিকিনোতে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর এক ঘোষণায় জনসমক্ষে মুখ ঢাকা বোরখা পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওই অঞ্চলের ৬৫ শতাংশ নির্বাচকমণ্ডলী যে কোন দলের জনসমক্ষে পুরো মুখ ঢাকা কাপড় পরা থেকে বিরত থাকার পক্ষে মত দেন। এক বিবৃতিতে বলা হয়, প্রার্থনার স্থান ছাড়া রাস্তায় বা জনবহুল স্থানে কারও মুখোশ পরে বা মুখ ঢেকে চলা উচিৎ নয়, সরকারি কাজের ক্ষেত্রে তো নয়ই। মুসলিম নারীদের মুখ ঢেকে চলার রীতি সম্পর্কে

আরও বলা হয়, শুধুমাত্র লিঙ্গের ভিন্নতার কারণে একজন ব্যক্তি অন্য একজনকে মুখ ঢেকে চলার কথা বলতে পারে না।

[সূত্র ঃ দৈনিক যুগশঙ্খ, ২৬.৯.২০১৩]

আসানসোলে হিন্দু সংহতির যুব সম্মেলন

গত ১৪ই নভেম্বর আসানসোলের রামকৃষ্ণ ডাঙালে অনুষ্ঠিত হল হিন্দু সংহতির যুব সম্মেলন। শতাধিক যুবকের উপস্থিতিতে এই সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় কর্মকর্তা শ্রী সঞ্জয় পাশোয়ান এবং সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ। শ্রী ঘোষ বলেন ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল মূলতঃ দুটি কারণে; প্রথমতঃ ইসলাম দর্শন এবং দ্বিতীয়তঃ মুসলিম জনসংখ্যা। ইসলাম দর্শনে সমগ্র মানবজাতিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে; মোমিন অর্থাৎ ইসলামে বিশ্বাসী এবং কাফির অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী। কাফিরদের হয় হত্যা করা না হয় ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে মুসলমান বানানো এবং সারা পৃথিবীতে ইসলামের শাসন কায়েম করার জন্য যুদ্ধ (জেহাদ) করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। এই কারণে মুসলমান এবং অমুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সোনার পাথর বাটীর মতোই অবাস্তব। এই মানসিকতার কারণেই আমাদের দেশের কিছু অংশে বর্তমানে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠিত এবং বাকী অংশে তা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস এখনও অব্যাহত। অর্থাৎ দেশ বিভাগের বীজ আজও বিদ্যমান এবং তা মহীরূহে পরিণত হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। ভারতে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ২০ শতাংশ। তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দুর তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং সময়ের সাথে সাথে হিন্দু এদেশে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। ইতিহাস সাক্ষী আছে যে দেশের যে অংশে হিন্দু সংখ্যালঘু হয়ে গেছে সেই অঞ্চলগুলি বাস্তবে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং সময় আর নেই। লড়াই করা ছাড়া উপায় নেই।

হুগলির শিয়াখালাতে হিন্দু-সংহতির যুব সম্মেলন

গত ৭ই নভেম্বর বিকাল ৪.০০-টে থেকে হিন্দু সংহতির একটি যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল হুগলি জেলার শিয়াখালায়। শতাধিক হিন্দু যুবকের উপস্থিতিতে সংহতির পক্ষে এই সভায় বক্তব্য রাখেন সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ এবং সহ সভাপতি শ্রী বিকর্ণ নস্কর। শ্রী ঘোষ তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে ফুরফুরা শরিফের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন বাগদী রাজ্য 'বাসন্তী বালিয়া' নামে পরিচিত ছিল। মুসলমানরা লড়াইয়ে বারবার পরাজিত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত ছলনার আশ্রয় নিয়ে এই রাজ্য দখল করে। স্থানীয় বাগদী রাজার এই লড়াইয়ের ইতিহাস আমাদের অনুপ্রেরণা হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে আমাদের এই লড়াই সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক লড়াই এবং এই লড়াইকে রাজনীতি থেকে যে কোন মূল্যে দূরে রাখতে হবে।

প্রশাসনের মদতে গো-কুরবানি ঃ বি.ডি.ও. কে মারধোর

উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ঢোলখালি। গ্রামটির বড় বৈশিষ্ট্য হল এর চারদিকে নদী। সম্পূর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত এই গ্রামে মাত্র দুইঘর মুসলমানের বাস। গত ১৬ই অক্টোবর বক্‌রি ঈদের দিন ঐ দুই ঘর মুসলমান গো-কুরবানির সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রামবাসীরা এর প্রতিবাদ করে এবং প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে গো-কুরবানি বন্ধের আবেদন জানায়। বি.ডি.ও. গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করে যে সেখানে কোন গো-কুরবানি হবে না।

কিন্তু ১৬ তারিখ দেখা যায় যে, বি.ডি.ও.-র উপস্থিতিতেই ঐ দুই মুসলমান পরিবার গরু কাটে। বি.ডি.ও-র উপস্থিতিতে এমন কাণ্ড দেখে গ্রামবাসীরা হতবাক হয়ে যায়। তারা বি.ডি.ও.-র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেন, এতে গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে বি.ডি.ও.কে মারধোর করে। মার খেয়ে বি.ডি.ও. সেখান থেকে পালান। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় একটা কেস্ দায়ের করা হয়, যদিও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

হিন্দুদের চাপে অবৈধ নির্মাণ বন্ধ

নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত হাজিনগর মিউনিসিপ্যালিটি ও হালিশহর মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে রেল লাইনের পাশে একটি এক বিঘা রেলের জমি আছে। এর ঠিক পাশেই একটি মুসলিম সম্প্রদায়ের কবরখানা আছে। সম্প্রতি কবরখানা কর্তৃপক্ষ কবরখানার চারদিকে একটি বাউন্ডারি দেওয়াল দিতে চায় এবং ওখানে একটি ড্রেন তৈরি করতে চায়। এই ড্রেনের পাইপ লাইনটি তারা রেলের ঐ জমির উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। হিন্দুরা এই অবৈধ কাজের জন্য সমবেতভাবে প্রতিবাদ করে এবং তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের আন্দোলনের চাপে প্রশাসন বিষয়টির উপর নজর দেয়। প্রশাসন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে কোনরকম বে-আইনি নির্মাণ বা পাইপ লাইন বসাতে দেওয়া হবে না। জায়গাটি যেরকম ছিল সেরকমই পড়ে আছে।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012